প্রথম আলো

তারিখ 27-DEC-2006 পৃষ্ঠা কলাম

79

মেডিকেলে ভর্তি : ফিরে দেখা

আমার দুর্ভাগ্য যে, এ বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। সম্ভবত পরীক্ষা না দিতে পারলেই ভালো হতো। ডাক্তার নামের এই ত্রাণকারী পেশার অন্তরালে কতটা অনৈতিকতা প্রবেশ করেছে তা স্বচক্ষে দেখতে হতো না। হয়তো সংবাদপত্রে বা লোকমুখে শুনতাম, কিন্তু তা নিজের চোখে দেখার মতো হতো না।

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৬ নভেম্বর রাত সাড়ে ১১টায় ঢাকা থেকে রংপুর রওনা দেই। ভোরে পৌঁছেই শুনতে পাই আগের দিন সারা রাত ধরে চলেছে প্রশ্নবাণিজ্য। ৩০-৫০ হাজার টাকায় ৫৫টা প্রশ্ন আর দেড়-দুই লাখে গোটা প্রশ্ন। মেডিকেলে পড়ার ইচ্ছে না থাকায় নিজের ঈমানটা বিক্রি করলাম না। জানি না, ইচ্ছে থাকলে আমি কত টাকার প্রশ্নের পেছনে ছুটতাম। কারণ আর সবার মতো এখন আমার কাছেও বাংলাদেশে দুর্নীতি হবে—এটাই যেন স্বাভাবিক মনে হয়।

পরীক্ষা হলে গেলাম। সে আরও সাংঘাতিক ব্যাপার। আমার সামনে কোনাকুনি বসেছে এক ডাক্তারের ভাতিজা। প্রথমেই পরীক্ষা শুরুর সময় তাকেও তার চারপাশে একই সেটের প্রশ্ন দেওয়া হলো। পুরো পরীক্ষার সময় তিনজন ডাক্তার, যারা পরীক্ষার গার্ড হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন, পালাক্রমে তাকে প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়ে যাচ্ছিলেন। পরীক্ষার সময় সে নিজের প্রশ্নের চেয়ে পাশের মেয়ের ওএমআর শিটের দিকেই বেশিক্ষণ তাকিয়ে ছিল, কিন্তু কেউ তাকে কিছুই বলল না। সবচেয়ে বিস্মিত হলাম পরীক্ষার যখন আর ১৫ মিনিট বাকি। ছেলেটি পেছনে সম্পূর্ণ ঘুরে একজনের খাতা দেখছিল, হঠাৎ একজন গার্ড তার পাশে এসে দাঁড়ালে ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে। কিন্তু আমাদের সেই ডাক্তার সাহেব 'আর বেশি সময় নাই, মাথা ঘুরিয়েই দেখো' বলে তার বেহায়াপনা ছেলেটির মধ্যেও সঞ্চার করলেন।

পরীক্ষার পর ফল বের হলো। ছেলেটি রংপুর মেডিকেলে সুযোগ পেয়েছে। আমার এক বন্ধু মেডিকেলে সুযোগ পায়নি দেখে সিএমসিতে সুযোগ পাওয়া আরেক বন্ধু তাকে বলল, 'কিরে তোরা সারা বছর পড়াশোনা করে কী করলি, আমরা না পড়েই তো ভালো করলাম।' বন্ধুটির কান্নাভেজা গলায় এ কথা শুনে বুঝলাম, যার মনমানসিকতা এত নীচ হতে পারে, সেই পারে অর্থ ও অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়ে নিজের পরিশ্রমের ফল তথা ভাগ্য বদলাতে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ফাঁসের খবর পাওয়া মাত্রই দেখলাম যে পরীক্ষা স্থগিত করা হলো, অথচ এত অভিযোগ, প্রমাণ থাকার পরও মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কমিটি প্রাণপণে এই অনিয়ম ও দুর্নীতিকেই প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শুনছি এখন নাকি আবার তাদের ভর্তি প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। সত্যিই বিস্ময়কর! জানি না প্রশ্ন বিক্রির বখরা কত ওপর পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমি শুধু জানতে চাই এভাবে ভর্তির সুযোগ পাওয়া ছাত্ররা পাস করে বের হয়ে কী করবে বা আদৌ পাস করবে তো? কত ভুল চিকিৎসা করবে, আর কত লোকের মৃত্যুর কারণ হবে? অস্ত্রপচার করার আগে যেহেতু আত্মীয়দের কাছে এই মর্মে স্বাক্ষর নেওয়া হয় যে রোগীর কিছু হলে তার দায় কর্তৃপক্ষের নয়, তাই এসব ডাক্তারকে জবাবদিহিও করতে হবে না। তাহলে কী করব আমরা?

প্রতি বছরই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়, কিন্তু এত ব্যাপকভাবে নয়। পরিস্থিতি এবার এমন দাঁড়িয়েছে যে পরবর্তী সময় আগে ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করতে হবে আপনি কোন ব্যাচের ছাত্র? ২০০৬-০৭ হলে রোগী জান নিয়ে পালাবেন। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন কিনে যারা সুযোগ পেয়েছে, জানি না তারা কেমন অপরাধবোধের মধ্যে আছে বা আদৌ তাদের কাছে এটা অপরাধ মনে হচ্ছে কি না? কারণ আমরা যে দুর্নীতিতে সেরা! আমি জানি না মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করার মতো কোন অমানুষরা পরীক্ষার সার্বিক দায়িত্বে আছে। এমন কেউ কি এ দেশে নেই যিনি এই অমানুষদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারে?

সাকিব, ঢাকা।